কোরবানির ঈদ : রাজনগর উপজেলা

‘ইতা হইল একটু আনন্দ’

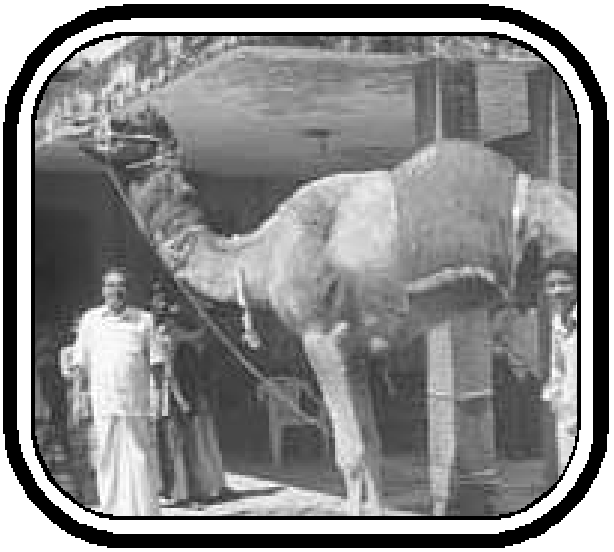

বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ দু’টি ধর্মীয় উৎসবের একটি হচ্ছে ঈদুল আজহা। বিপুল সংখ্যক শহরবাসী গ্রামের বাড়িতে যায়। উৎসবে উদ্দীপ্য হয় গ্রামীণ জীবন কয়েকদিনের জন্য। সিলেটের প্রত্যন্ত রাজনগর তেমনি একটি এলাকা ঈদ উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সাধারণ মানুষের ঈদ উদযাপন দিনের বিবরণ লিখেছেন ও ছবি তুলেছেন **নিজামুল হক বিপুল**

সকাল ৬.০০ : রাজনগর উপজেলা সদরের ডাক বাংলো মোড়। লোকজনের তেমন আনাগোনা নেই। আশপাশের গ্রামগুলোর মসজিদ থেকে মাইকে ভেসে আসছে বিভিন্ন ধর্মীয় কথাবার্তা।

৬.৩০: গ্রামের পথ ধরে হাঁটতেই বোঝা গেল ঈদের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। লোকজন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। চারদিকে কোলাহলমুখর পরিবেশ। বিভিন্ন বাড়িতে কোরবানির জন্য কেনা গরু-ছাগলের হাম্বা আর ভ্যাঁ-ভ্যাঁ ডাক শোনা যাচ্ছে।

৭.৩০ : আর এক ঘন্টা পরে অনুষ্ঠিত হবে পবিত্র ঈদের জামাত। রাজনগর উপজেলা সদরের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে অবস্থিত ঈদগাহ মাঠ। সাদা-সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি পরা শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ সবাই দলবেঁধে ছুটছেন ঈদগাহ অভিমুখে।

৮.১৫ : ঈদগাহ ময়দানে ঢল নেমেছে মুসল্লিদের। হাজার হাজার মুসল্লির পদচারণায় মুখর ময়দান। ইমাম সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান দিচ্ছেন।

৮.২৫ : পাঁচ মিনিট পর শুরু হবে ঈদের জামাত। মাইক্রোফোন হাতে নিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাবিবুল কবির চৌধুরী। তিনি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন এবং সবার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করলেন। এরপর একজন মৌলানা বাংলা ও আরবিতে ঈদুল আজহার নামাজের নিয়্যত বলে দিলেন উপস্থিত মুসল্লিদের।

৮.৩০ : নামাজ শুরু হয়ে গেছে।

৮.৪০ : নামাজ শেষ হতে না হতেই মুসল্লিদের একটা অংশ মোনাজাত না করে দ্রুত ঈদগাহ মাঠ থেকে বের হতে শুরু করেছেন। ইমাম সাহেব খুৎবা পাঠ শুরু করেছেন। কিন্তু লোকজন কথাবার্তায় মশগুল। ইমাম মৌলানা শফিকুল হক খান সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, খুৎবা শোনা ওয়াজিব। আপনারা খুৎবা শুনুন।

৮.৫০ : মাসুম বাচ্চা থেকে শুরু করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই মোনাজাত করছেন। দেশের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে সবাই স্রষ্টার কাছে দোয়া চাচ্ছেন।

৯.০০ : মোনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঈদগাহ মাঠে আসা ছোট-বড় সবাই কোলাকুলি করছেন। একে অন্যকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ গরু-ছাগল জবাইয়ের তাড়া নিয়ে দ্রুত বাসা-বাড়িতে ফিরছেন। এই ফাঁকে কথা হয় অনেকের সাথে। ৭-৮ বছরের হাস্যোজ্জ্বল এক শিশু। তোমার নাম?

: ফারহান

: নামাজ পড়েছ?

: অয় (হ্যাঁ)।

: নতুন জামা-কাপড় কিনেছ?

: কইন না (বলতে মানা)

এরপর কথা হলো তরুণ জাবেদের সাথে। কি কিনলেন ভাই ঈদে?

ঈদ জামাতের একাংশ

ভেদাভেদ ভুলে কোলাকুলি

: পাঞ্জাবি আর প্যান্ট।

: দাম কত নিল?

: বেশি না ৫০০ টাকা।

৯.১৫ : ঈদগাহ থেকে লোকজন বাড়ি ফিরছে। এ সময় মুমিন নামে এক যুবকের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে কিশোর রিপন। তার দাবি হচ্ছে ৫ টাকা চাই। কিন্তু মুমিনের কাছে কোনো ভাংতি টাকা নেই। রিপনের পরা ময়লা পোশাকে দারিদ্র্যের আভাস।

১০.০০ : পদিনাপুর গ্রাম। এই গ্রামে বেশির ভাগ লোকই সচ্ছল। অনেকেই কোরবানি দিয়েছেন। এক বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, সবাই ব্যস্ত গরু-ছাগল জবাই করা নিয়ে। এ সময় একটি ট্যাক্সিতে করে এলেন ডাঃ জিল্লুল হক। থাকেন জেলা শহরে। কথা হয় তার সাথে। ঈদ কি বাড়িতেই করেন?

: হ্যাঁ।

: কেন?

: গ্রামে ঈদ করি, কারণ এখানে আত্মীয়-স্বজন আছেন। তাদেরকে সাথে নিয়ে ঈদ করতে ভালো লাগে। তাছাড়া আমাদের ওপর তো

নিজের বাড়ি ছাড়া আজিজুর রহমান শুধু কালাম ভিলার গরু জবাই করেন

এলাকার গরিব মানুষের হক আছে।

১১.০০ : পদিনাপুর গ্রামের একটা ভাড়া বাড়িতে বাস করেন শামছুল হক খন্দকার। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। ঈদে বাড়ি যাননি?

: না। আমি গত কয়েক বছর ধরে কর্মস্থলেই ঈদ উদ্‌যাপন করি।

: বাড়ি গেলেন না কেন?

: ঈদে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাড়ি যাওয়া খুব কষ্ট ও কঠিন কাজ।

: কোরবানি কি দিলেন?

: ছয়জন মিলে একটা গরু কোরবানি দিয়েছি। কথা বলার সময় সামনে আসে খন্দকারের দুই মেয়ে। তারা তাদের বড় ভাইকে ডাকছে। সে নতুন জামা-কাপড় না পেয়ে অভিমান করে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছে। তার দরজায় সাদা কাগজে লিখা 'ডু-নট ডিস্টার্ব মি'।

তোমাদের নাম কি?

কোরবানীর জন্য নয় ছেলের আকিকায় এরশাদের নামে উৎসর্গের জন্য জাপা নেতার উট কেনা

: সুমি ও ঝিমি।

: ঈদে বাড়ি যাওনি, কেমন লাগছে?

: খুব খারাপ লাগছে।

১১.২৫ : ঈদের আগের সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার থেকে উট কিনে এনেছেন পদিনাপুরের তোফাজ্জল হক রাজা। ওই সন্ধ্যা থেকে লোকজন উট দেখার জন্য ভিড় করছে। রাজার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, উটটি দুপুর পর্যন্ত কোরবানি হয়নি। কিন্তু লোকজন ঠিকই ভিড় করে আছে। কথা হলো রাজার সাথে।

উট কখন কোরবানি দেবেন?

এটা কোরবানির জন্য নয়। আমার একমাত্র ছেলে রাহি ও মেয়ে নূরার আকিকার জন্য এই উট কিনেছি।

: দাম কত নিয়েছে।

: আছে একটা। আপনি লিখে দিয়েন।

: কত লিখব?

: পত্রিকায় আইবো (আসবে) নি? পাল্টা প্রশ্ন।

: আসতে পারে।

: তাহলে লাখের উপরে লেখিলাইও (লিখে দিও)।

একথা বলে রাজা চলে গেলেন। এসময় তার বড় ভাই নজমুল হক পাখি এসে বললেন, পত্রিকায় দিলে লেখি দিও জননেতা এরশাদের নামে উট কোরবানি দিছইন (দিয়েছেন) রাজনগরের জাপা নেতা ।

১২.০০: রাজনগর উপজেলা কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের অফিসার্স ক্লাবের বারান্দায় মাংস কাটা চলছে। কাছে গিয়ে দেখা গেল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাবিবুল কবির চৌধুরী।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোরবানীর মাংস সংগ্রহ

সমাজসেবা কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জেন মুজিবুর রহমান, স্থানীয় আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম ও জনতা ব্যাংক রাজনগর শাখার ব্যবস্থাপক গোলাম মওলা বসে খোশ গল্প করছেন আর মাংস কাটা দেখছেন। সবার সাথে পরিচয় ও কুশল বিনিময় শেষে কথা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে। এখানে ঈদ করলেন, কেমন লাগছে?

: খারাপ লাগছে না। তবে বাড়িতে মা-বাবা আছেন। তাদের সাথে গ্রামে ঈদ করলে খুব ভালো লাগতো।

: গ্রামে গেলেন না কেন?

: চাকরির খাতিরে তো থাকতে হয়।

: আপনারা সবাই এখানে..

: আমরা ৫ জন মিলে একটা গরু কোরবানি দিয়েছি।

: কত টাকা দিয়ে কিনলেন?

: রসিদসহ ১১ হাজার ৩০০ টাকা।

: এই যে পাঁচজন মিলে কোরবানি দিলেন কেমন লাগছে।

: এটার আলাদা একটা মজা আছে। মজাটা হচ্ছে এই কোরবানির মধ্য দিয়ে আমরা ৫ জায়গার ৫টা পরিবার একিভূত হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পারিবারিক ভাব বিনিময়ও হয়ে গেছে।

: প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কেমন কাটালেন এখানে?

: খুব ভালো। এখানে একটা প্রশংসা করতেই হয়, এখানে একসাথে এতো লোকের ঈদের জামাত দেখে দারুণ লেগেছে। এতো লোককে এক সাথে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে ভালোই লাগছে।

এক পর্যায়ে তাদের গরুর চামড়া ক্রেতা আকবরের সাথে তাদের সবার কথোপকথন চলছে।

আকবর বলছে, স্যার আমি আপনাদের নিজের মানুষ। সাড়ে তিনশত টাকার বেশি দিতাম নায়।

কিন্তু বিক্রেতারা বলছেন ৫০০ টাকা। অবশেষে সোয়া চারশত টাকায় রফা হয়।

১২.৪০ : বারিক মিয়ার কলোনি। ঢুকতেই এক বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন কারে চাইরা (কাকে চাচ্ছেন)? পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনার নাম?

: টেপন মিয়া।

: কি করেন?

: বিদ্যুৎ বিভাগে চাকরি করি

: বাড়ি কোথায়?

: ফেঞ্চুগঞ্জ থানায়।

: কোরবানি দিয়েছেন?

: না দিছি না। কারণ বড় ভাইয়ের অপারেশন আর অভাবও আছে। তাছাড়া আল্লাহর হুকুম অইছে না (হয়নি)

: এই কলোনিতে কতটা পরিবার থাকে?

: মোট ১২টা।

মাংস আসবে, রান্নার জন্য চাই প্রচুর মশলা

কোরবানীর মাংসের অপেক্ষায়

ঈদের আনন্দ ঘুরে বেড়ানোয়

: কেউ কি কোরবানি দিয়েছে?

: না এ ঈদে কেউ কোরবানি দিছে না। আর এখানের সবাইতো গরিব মানুষ।

১.০০ : গ্রামের রাস্তায় গাছের ছায়া দেখে বসে আছে একদল কিশোর-কিশোরী।

শ্যামলা, শেলীনা, মঈনউদ্দীন, রাজন, ইবরাহিম, সুমন, শাহীনা, নজরুল। এরা এসেছে ঘরগাঁও, দত্তগ্রাম , খাস, খারপাড়াসহ আরো অনেক গ্রাম থেকে।

: তোমরা এখানে বসে কি করছ?

: মাংস নেওয়ার জন্য।

: কয়টি বাড়িতে মাংস নিতে যাবে?

: যতটিতে যাওয়া যায়। জবাব দিল শ্যামল।

: তোমরা কেউ নতুন জামা কিননি?

: না।

১.০০ : গ্রামের ভেতর এক বাড়িতে ঢুকেছি। কয়েকজন মিলে মাংস কাটছে। আমাদের দেখে দুইজন বললো ছবি উঠাবেন নাকি, উঠিয়ে ফেলেন।

ওই বাড়িতেই কথা হয় দুই তরুণী শাম্মি ও রুশনীর সাথে।

: ঈদ কেমন কাটালেন?

: মোটামুটি

২.৩০: পার্শ্বিপাড়া গ্রাম। এ গ্রামের সিংহভাগ লোক দরিদ্র। পেশায় রিকশাচালক। এ গ্রামে ঈদের আনন্দ তেমন লাগেনি। গ্রামের পথে ঢুকতেই দেখা মিলল এক দুরন্ত কিশোরের। গায়ে জামা-কাপড় বলতে একটা হাফ প্যান্ট।

: তোমার নাম?

: বদরুল।

: কি করছ?

: বিয়ারিং গাড়ি চালাইবাম।

: ঈদে জামা-কাপড় কিননি?

: আমরা গরিব মানুষ।

২.৪০: কথা হয় হামদু মিয়া ও ছুটই মিয়ার সাথে। দু'জনে সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে।

: কোরবানি দিয়েছেন?

: হ্যাঁ। দুইজনে ১টা গরু দিছি।

: মাংস কি একাই খাচ্ছেন?

: না, গ্রামের গরিব মানুষ দিছি।

বৃদ্ধা ছফিনা বিবির বাড়ি। কথা হয় বৃদ্ধার সাথে—

: কোরবানি দিয়েছেন?

: কোরবানির লাগিতো ছাগল একটা আনছিলা। কিন্তু যেইন (যে) আনছিলা তাইন তো বাড়িত নায়।

: তিনি কে? কোথায় গেছেন?

: আমার ছেলে। নাম আকিল উদ্দিন মৌলানা।

: আজ আপনার কেমন লাগছে?

: ভালোলাগের, ছেলে, নাতি-নাতনি, বৌ-বাচ্চা লইয়া (নিয়ে) ঈদ কররাম। এটা বছরে একটা বড় উৎসব।

৩.০০: বাড়ির উঠানে বসে শিল পাটায় মসলা বাটছেন মালেকা বেগম।

কোরবানি দিয়েছেন?

: না। আমরা গরিব মানুষ কোরবানি দিমু কিলা (কেমনে)।

: তাহলে মসলা বাটছেন যে?

: তাইন (স্বামী) মাংস লইয়া আইবা।

: কোথায় থেকে আনবেন?

: চেয়ারম্যান বাড়িত তাকিয়া (থেকে)।

: আপনার স্বামীর নাম কি?

: মজনু মিয়া।

৩.১৫ : পার্শ্বিপাড়া গ্রাম থেকে ফেরার পথে কথা হয় বৃদ্ধ আরজু মিয়ার সাথে।

: আপনাদের গ্রামের কতটি পরিবার বাস করে?

৬০ পরিবার অইব (হবে)।

: সারা গ্রামে কি পরিমাণ কোরবানি হয়েছে?

: গরু ৩টা ছাগল ৪টা।

৩.৪৫ : রাস্তায় দেখা খালিছ মিয়ার সাথে। দুই ব্যাগ ভর্তি মাংস আর গরুর পা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।

: মাংস কোথায় থেকে নিয়ে আসলেন?

: আমার মালিকের বাড়িত তাকি (থেকে)।

৪.১৫: রিকশায় করে প্রচুর চামড়া নিয়ে যাচ্ছে এক ব্যবসায়ী।

: নাম কি আপনার?

: আব্দুল্লাহ।

: কতটা চামড়া কিনলেন?

: এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০টা গরু আর ৩০টা ছাগল।

৪.৩০ : এক বাড়িতে উপচে পড়া ভিড়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই বাড়িতে গরিব লোকদের মধ্যে মাংস বিতরণ করা হচ্ছে।

৫.০০ : প্রত্যন্ত গ্রাম কুবঝাড়। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বসবাস। গ্রামটিতে ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপন হচ্ছে একটু অন্য রকম। ঈদ উপলক্ষে গ্রামে ফুটবল খেলা আহবান করেছেন অরুণ চন্দ্র ঘোষ। পড়ন্ত বিকেলে সেই খেলাই চলছে বিস্তীর্ণ মাঠে। এক যুবকের কাছে জানতে চাইলাম খেলায় কারাকারা লড়ছে?

: বিয়াতি (বিবাহিত) বনাম আবিয়াতি (অবিবাহিত)।

: খেলায় কি কোনো পুরস্কার আছে?

: অয় (হ্যাঁ)। নাইকল (নারিকেল)।

৬.০০ : সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খেলার শেষ বাঁশি বেজেছে। খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত। কথা বলি মঈন উদ্দিনের সাথে। সে বিবাহিত দলের গোলকিপার।

: কেমন লাগছে?

: খুব ভালো লাগের।

: আপনার তো অনেক বয়স, এখনও খেলতে পারেন?

: ইতা অইল একটু আনন্দ।

সন্ধ্যা ৭.৩০ : রাজনগর বাজার। লোকজন তেমন নেই। দোকানপাটও খুব একটা খোলা নেই। তবে ফার্মেসিগুলো খোলা আছে। ঢুকলাম মোহাম্মদি ফার্মেসিতে। ম্যানেজার সুনীল বাবু বসে আছেন। জানতে চাইলাম ব্যবসা কেমন হয়েছে।

: মান্দা, অন্যান্যবারের তুলনায় খুব মান্দা।

৮.০০ : বাজারে লোকজন কমে গেছে। রিক্‌শা নেই। ঈদের প্রভাব পড়েছে।

৮.৩০: গোবিন্দবাটি এলাকা। ভেটেরিনারি সার্জেনের বাসা। দুপুরে দেওয়া পিঠে খাওয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম।

: ঈদ কেমন কাটালেন?

: খুব ভালো না।

: কেন?

১০.০০ : গ্রামের ঘরে ঘরে যেসব বাড়িতে টিভি আছে সেগুলোতে ঈদের অনুষ্ঠান দেখার ধুম চলছে। রাস্তাঘাটে নীরবতা নেমে এসেছে।

১০.২০ : ঢাকায় একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করেন মুনতাছিরুল হক রুবেল। মাত্র এসেছেন ঢাকা থেকে । বললেন, বাড়িতে সবার সাথে ঈদ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময় মতো আসতে পারিনি।

১১.০০ : সর্বত্র শুনশান রাতের নীরবতা। গভীর নীরবতায় যেন ঢাকা পড়ে গেছে দিনের উৎসব।

সহযোগিতায়:
আব্দুল আজিজ/নূরুল ইসলাম বাবর